

বসিরহাটের হাড়োয়া থানার শঙ্করপুর গ্রাম সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের পাশে বৈদ্যুতিক হিটার থেকে আগুন লাগে।
...বিস্তারিত পাতা ৩

নিয়োগ দুর্নীতি
মামলায় কোনও
পদক্ষেপ নয়
কলকাতা হাইকোর্টে
রক্ষাকবচ পেলেন
অভিষেক



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ এবার রক্ষাকবচ পেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে তাঁকে আগে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার এই মামলায় আপাতত অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করার দরকার আছে কি না সেটা হিডির কাছে তা জানতে চায় আদালত। কুন্তল ঘোষের বিতর্কিত মন্তব্য এবং চিঠির জেরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার নাম জড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ, বৃহস্পতিবার এনকেসরমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) করা এফআইআর খারিজ করতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন অভিষেক। আজ সেই মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশ দেন, নিয়োগ মামলায় আগামী সোমবার পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। আগামী সোমবার বিচারপতি তীর্থকর ঘোষের সিদ্ধল বেঞ্চে আবার এই মামলার শুনানি হবে। সুতরাং আপাতত চার দিন রক্ষাকবচ থাকবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন বিচারপতির জানান, শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন সংক্রণ্ত বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ থাকলে তবেই অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে ইডি। নচেৎ নয়। এদিকে নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যুতে সিবিআই টানা সাত্ে ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন অভিষেককে। পরে তাঁকে তলব করে ইডি ও। যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচন থাকায় ইডি দফতরে যাননি তিনি। আজ এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, “আমরা হিডির কাছে জানতে চাই অভিষেককে গ্রেফতার



করার প্রয়োজন আছে। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার দরকার আছে।” ইডি সভাবে কোনও উত্তর দিতে পারেনি। তখন আগামী সোমবার ইডিকে অভিষেকের বিষয়ে যাবতীয় নথি ও তথ্য আদালতে পেশ করতে নির্দেশ দেন। তবে ইডি তলব করতে চায় অভিষেককে বলে আজ আদালতে জানিয়েছেন তাঁদের আইনজীবী। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ দাবি করেন, অভিষেককে তলব করে চাপ দেওয়া হচ্ছে। ওই মন্তব্যের ঠিক একদিন আগে শহিদ মিনারের সভা থেকে অভিষেক বলেছিলেন, সারাদায় অভিযুক্তদেরকেও তাঁর নাম বলার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। অভিষেকের এই মন্তব্যের সঙ্গে কুন্তলের বক্তব্য মিলছে বলে মামলা করা হয়। তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজিজ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, অভিষেককে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি-সিবিআই। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত তা পারবে না। সোমবারের শুনানিতে কি রায় হয় সেটা এখন দেখার।



নন্দীগ্রামে গ্রেফতার হলেন ভিলেজ পুলিশ সঙ্ঘর ওরফে রাজু গুড়িয়া। ধৃত ভিলেজ পুলিশও এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। ...বিস্তারিত পাতা ৫



খাদ্য ও স্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে যুক্ত, গুণমানসম্পন্ন ও পুষ্টির খাবার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। ...বিস্তারিত পাতা ৬



আইসিসির পক্ষ থেকে ১৯ জুলাই রাতে একটি ছবি শেয়ার করা হয়। যেখানে দেখা যায় শাহরুখ খান ওডিআই ট্রফির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘এ কোন দেশ? লজ্জা লাগছে!’ শীঘ্রই কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মণিপুরে যেতে পারি মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শীঘ্রই তিনি মণিপুরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন বলে জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ধর্মতলায় একুশের সমাবেশের আয়োজন দেখতে গিয়েছিলেন দিদি। সেখানে তিনি বলেন, “আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি। শীঘ্রই আমরা কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী মণিপুরে যাব।” সর্বভারতীয়স্তরে বিজেপিকে ঠেকাতে কদিন আগেই বেঙ্গালুরুতে ২৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালিয়েন্স, সংক্ষেপে ‘ইন্ডিয়া’। এই ‘আমরা’ বলতে তিনি যে সত্য গঠিত ইন্ডিয়ার কথায় বলছেন, সেটা স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই রাজকতার বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া লড়বে। মহিলা থেকে সংখ্যালঘু, দলিত সকলকে রক্ষা করাটাই হবে ইন্ডিয়ার লক্ষ্য। ইন্ডিয়া শান্তি, এক্যের পক্ষে।” মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “মণিপুরের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেটা র্ক করা হল ঠিক আছে। কিন্তু শুধু র্ক করলে তা হবে না। আমরা কোন দেশে বাস করছি? যেখানে মা, বোনের ইজ্জত নিয়ে উল্লাস হয়। মণিপুরে দুজন মহিলাদের সঙ্গে যা হল, তাতে কি বলবো বিজেপির নেতারা?” খানিক থেমে যোগ করেছেন, “এটা লজ্জার। আমার হৃদয় কাঁদছে।” বৃহবার রাতেই সামনে এসেছে মণিপুরের এক চরম নিন্দনীয়, লজ্জাজনক ঘটনা। ঘটনাটি গত ৪ মে ঘটেছে। দুই মাঝবয়সি মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তায় হটানোর



অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের গণধর্ষণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। কাংপোকপি জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল আড়াই মাস আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার খবর এতদিন জানতই না মণিপুরে বিজেপি সরকার। সেই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বাংলার উন্নয়ন শুরু করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ মণিপুরের দশা দেখুন। সেখানকার মা,

বোনদের অবস্থা দেখুন।” এদিন বিকেলে ধর্মতলায় দলের শহিদ সমাবেশস্থল পরিদর্শনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই একথা বলেন তিনি। একই সঙ্গে জানান, এই বিষয়ে বাকি যা বলার আগামীকাল বলবেন। এদিনই একটি টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘মণিপুরের বিরুদ্ধে ভিডিওটি দেখে হৃদয় ভেঙ্গে যায় এবং ক্ষুব্ধ হয়। যে ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে উন্মত্ত জনতার দ্বারা দুই মহিলা

সঙ্গে নির্মম আচরণ।’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘প্রান্তিক নারীদের উপর যে হিংস্রতা চালানো হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার বেদনা ও যন্ত্রণা কোনও শব্দে প্রকাশ করা যায় না। বর্বরতার এই কাজ বোধগম্য ও মানবতার বাইরে। দুর্বৃত্তদের এ ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ডের এক জোট হয়ে নিন্দা করতে হবে ও ভুক্তভোগীদের ন্যায় বিচার এনে দিতে হবে।’ প্রসঙ্গত, বৃহবার মণিপুর

যায় তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে। এই ফ্যাক্ট ফাইডিং দলের অন্যতম সদস্য সাংসদ কাকলি ঘোষ দন্তিনার বৃহস্পতিবার কলকাতা ফিরে বিমানবন্দরে বলেন, “ভয়াবহ পরিস্থিতি ওখানে যে অত্যাচার হয়েছে যে নৃশংসতা যে ভয়াবহতা এটা ভাবা যায় না যে কোন সভ্য সমাজে। এটা হতে দিয়েছে, ওখানকার শুধু রাজ্য সরকার নয় কেন্দ্রের সরকার সমান ভাবে দায়ী। আমরা যা দেখে এসেছি, ওখানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, রাজপাল নিজে বলছেন ৬০ হাজার আধা সামরিক মোতায়েন করেছেন কিন্তু ওখানে মানুষকে পরিষেবা বা মানুষকে সুরক্ষিত রাখার সচিক বন্দোবস্ত করা হয়নি।” মণিপুরে ত্রাণ পাঠানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমরা জেনেছি কী কী তাদের প্রয়োজন। প্রায় জন্তু-জানোয়ারের মতো একেক জনকে একেকটা ঘরে ঠেসে রাখা হয়েছে। কোনও আলো নেই, পাখা নেই। পাঁচ হাজার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ৫৭ হাজার মানুষ ক্যাম্পে রয়েছে আবার ৬০ হাজার আধা সামরিক বাহিনী নেমেছে কিন্তু কাজটা মানুষের স্বার্থে যেটা হওয়া উচিত ছিল সেটা ঠিকভাবে হচ্ছে না।” সাংসদ জানান, হেলিকপ্টারে করে তাঁরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছেন। দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনজাতীর সঙ্গে কথা বলেছেন। পাহাড়-সমেত উভয় এলাকার লোকই জানিয়েছেন তাঁরা অত্যাচারিত। তাঁর অভিযোগ, মণিপুরে হিংসা থামাতে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। ছবি-সৌরভ দত্ত

বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ সংঘাত চরমে। রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের বিরোধ এবার চরম ভাবেন রাজ্যপাল সিভি আন্দল বোস। যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শহরে ছিলেন না। তখন রাজভবন থেকে জানানো হয়, মন্ত্রী নিজে না আসতে তাকে প্রকাশ্যে এসে গোলা নিজের যুক্তিতে রাজভবন অন। থাকায় বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়ে ঘোঁষাশা তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কাল থেকেই রাজ্যপালের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেটা ছিল কোন্ড ওয়ার। এবার সম্মুখসমরে রাজভবন-নবাব যুদ্ধ চলে এল। ফলে এখন আর রাজ্যপাল জেন্টলম্যান থাকল না বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে বাদল অধিবেশন নিয়ে রাজ্যপাল হঠাৎ বৈকে বসায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের স্থান পাল্টে গেল। এই পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে রাজ্যপালকে বার্তা দিয়ে দিল নবাব। আগামী ২৪ জুলাই থেকে রাজ্য বিধানসভার বাদল অধিবেশন শুরু করতে চেয়েছিল রাজ্য সরকার। তাই রাজভবনে ফাইল পাঠিয়েছিল পরিষদীয় দফতর। কিন্তু রাজ্যপাল ফাইলে সেই করেনি। ফলে রাজ্যপাল ফাইল অনুমোদন না মেলায় হওয়ার কথা ছিল। তা নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলে ফাইলে অনুমোদন না দেওয়ায় তা নিয়ে বাদল অধিবেশন ডাকা হচ্ছে?



বাদল অধিবেশন প্রত্যেক বছর হয়। সেই নিয়ম মেনেই করার প্রস্তুতি দেওয়া হচ্ছিল। সেখানে বাগড়া দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে সূত্রের খবর। বাদল অধিবেশনের দিন বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তা নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপাল প্রশ্ন তুলে ফাইলে অনুমোদন না দেওয়ায় তা নিয়ে বাদল অধিবেশন ডাকা হচ্ছে?



নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া বিধানসভার অধিবেশন শুরু করা যায় না। ক্ষেপেছে রাজ্যপালের অনুমোদন না পেলে বিধানসভার বাদল অধিবেশন নিয়ে ঘোঁষাশা তৈরি হল। রাজ্যপাল বাদল অধিবেশন কেন এত কম সময়ের নোটিশে ডাকা হল? এই প্রশ্ন তুলেছেন। আসলে বাদল অধিবেশন কি তেজ্ঞে দিতে চান রাজ্যপাল? এটাও এখন জিজ্ঞাস্য।

শহর-জেলার বুক থেকে হঠাৎ ‘উধাও’ বাস, আজ কী হবে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ শুক্রবার ২১ জুলাই। তৃণমূলের মেগা ইভেন্ট। কিন্তু এসব নিয়ে প্রহর গুনছেন নিত্যযাত্রীরা। শুক্রবার, কর্মস্থলে আসবেন কীভাবে তাঁরা! অবশ্য সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে দু-তিন দিন আগে থেকেই। নিত্যযাত্রীরাই বলছেন, রাস্তা থেকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। বাস মালিক সংগঠনগুলিরও তেমন অভিযোগ। কলকাতা ও শহরতলি এলাকাগুলিতে বাস চললেও, প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে বাসের অমিল। একুশে জুলাই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন জেলার কর্মীরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে নেই বাসের দেখা। মেতিপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড যেখানে দৈনিক প্রায় পাঁচশো বাস যাতায়াত করে। দুপুর থেকেই বাসস্ট্যান্ড থেকে উধাও প্রায় অর্ধেকেরও বেশি বাস। তৃণমূল পরিচালিত যে বাসস্ট্যান্ড ইন্ডিয়ান রয়েছে, সেই



মানুষের। তবে তাঁরা এটাও আশা করছেন, সাধারণ মানুষ এ ক’টা দিনের জন্য বিষটা মানিয়ে নেবেন। দূরপাল্লার বাস নিয়ে হাওড়া-হুগলি, বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আসা হচ্ছে

কলকাতায়। বাসের গায়ে তৃণমূলের দলীয় পতাকা। কোনও কোনও বাসে আবার চলছে তৃণমূলেরই দলীয় গান আর সঙ্গে ছল্লোড়বাজি। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিত্য কাজে বেরনো শয়ে শয়ে মানুষ। রোদে বৃষ্টিতে ভিজে তাঁরা খুঁজছেন বিকল্প উপায়। কলকাতাতেও একই পরিস্থিতি। ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ডে দেখা নেই বাসের। বাবুঘাটেও একই পরিস্থিতি। শহরের সল্টলেকমুখী বাসের সংখ্যাও বেশ কম। অফিস ফেরত রীতিমতো বাঁদুরবেলা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যাত্রীদের। অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতি’র সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্য বক্তব্য, এ সমস্যা নতুন নয়। প্রত্যেক বছরই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। সমাবেশে বেসরকারি বাস দেওয়া নতুন নয়। তবে একাধিক নেতা একই ঝুঁট থেকে অতিরিক্ত বাস চাওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর করতে পারবে হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ চাপে পড়ে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কারণ কলকাতা হাইকোর্ট আজ, বৃহস্পতিবার জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে জানিয়ে দিয়েছে, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারবে পুলিশ। এতদিন রক্ষাকবচ ছিল বলেই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারছিল না পুলিশ। এই নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে না কেন? এই প্রশ্ন তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী সুমন সিং। এদিন বিচারপতি ইন্ড্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ অন্তর্ভবী নির্দেশে জানান, অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে। যদি দেখা যায়, অভিযোগ সত্য এবং বিষয়টি গ্রহণযোগ্য মনে হলে পুলিশ এফআইআর করতে পারবে। সুতরাং বিচারপতি রাজশেখর মাস্তা যে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীকে তা কার্যত খারিজ হয়ে গেল। জনস্বার্থ মামলায় আপাতত এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। চার সপ্তাহ পরে আবার মামলাটির শুনানি রয়েছে। এদিকে এফআইআর করার ছাড়পত্র দেওয়া হলেও গ্রেফতার বা কড়া পদক্ষেপ করতে গেলে আগে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চ। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আইনজীবীর অভিযোগ, নন্দীগ্রাম, বড়জোড়া, নয়াদ্রাশ-সহ নানা জায়গায় শুভেন্দুর মন্তব্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের আশঙ্কিতে প্ররোচনা দিয়েছে। উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন শুভেন্দু। তাই কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশের ডিভিজে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিক। এই আইনজীবী আদালত এমন সংগ্রাম করার পর বিচারপতি ইন্ড্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেন, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে। গ্রেফতার বা কড়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি অবশ্যই আগাম নিতে হবে পুলিশকে।

মণিপুর ইস্যুতে প্রথমদিনই অচল সংসদ, কড়া শাস্তির আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী



আলোচনা চেয়ে একটি মূলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন পনোরো জন বিরোধী সাংসদ। সরকার পক্ষ সেই প্রস্তাব মেনে না নিতেই তুমুল হইহুটগোল শুরু হয়। এদিন সকালেই বাদল অধিবেশনের জন্য ঐখ্য কৌশল তৈরি করতে সংসদ চত্বরে কংগ্রেস প্রধান মল্লিকার্জুন খার্গের চেষ্টারে বৈঠক করেন ইন্ডিয়া জার্টের সংসদের নেতারা। তাদের সেই ঐক্যের ছবি ধরা পড়েছে সংসদের ভিতরেও। এদিন সকাল এগারোটায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়। বাজেট অধিবেশনের পর থেকে যে যে লোকসভা সদস্যের প্রয়াণ ঘটেছে, তাদের সম্মান জানাতে বেলা ২টা পর্যন্ত মূলতবি রাখা হয় অধিবেশনের কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দেখা যায়, সোনিয়া গান্ধির কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর কুশল সবদল নিতে। বেলা ১২টায় শুরু হয় রাজ্যসভার কার্যক্রম। তবে, শুরু থেকেই মণিপুরের সঙ্কট নিয়ে আলোচনার দাবিতে হুটগোল শুরু হয় কক্ষে। এর মধ্যে বেলা ২টা পর্যন্ত রাজ্যসভার কার্যক্রম মূলতবি রাখা হয়। তবে, তারই মধ্যে কক্ষে আলোচনার জন্য তিনটি নোটিশ জমা পড়ে। উপ-রাস্তিপতি তথা রাজ্যসভার অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় জানিয়েছেন, ওডিশায় ট্রেন দুর্ঘটনা এবং রেল নিরাপত্তা, বেকারত্ব এবং মণিপুরের হিংসার বিষয়ে আলোচনা চেয়েছেন বিরোধীরা। এদিন রাজ্যসভার সহ-সভাপতিদের প্যানেলও পুনর্গঠন করা হয়েছে। ৫০ শতাংশ মহিলা সদস্যকে রাখা হয়েছে। আট সদস্যের প্যানেলের চার মহিলা সদস্য হলেন, বিজেপি সাংসদ পিটি উষা, এস ফাংগন কনিয়াক, এনসিপির ফৌজিয়া খান এবং বিজেডির সুলতা দেও। বেলা দুটোয় দই কক্ষেরই কার্যক্রম ফের শুরু হয়। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বিরোধী নেতাদের অনুরোধ করেন, যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। কিন্তু, কার্যক্রম শুরু হতেই মণিপুরের হিংসা নিয়ে অবিরলয়ে আলোচনা চেয়ে দুই কক্ষেই স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী নেতারা। এরপর দুই কক্ষেরই হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হবে বলে জানান দিয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চ। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আইনজীবীর অভিযোগ, নন্দীগ্রাম, বড়জোড়া, নয়াদ্রাশ-সহ নানা জায়গায় শুভেন্দুর মন্তব্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের আশঙ্কিতে প্ররোচনা দিয়েছে। উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন শুভেন্দু। তাই কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশের ডিভিজে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিক। এই আইনজীবী আদালত এমন সংগ্রাম করার পর বিচারপতি ইন্ড্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেন, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে। গ্রেফতার বা কড়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি অবশ্যই আগাম নিতে হবে পুলিশকে।

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার (২০ জুলাই), শুরু হল সংসদের বাদল অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথম দিনই মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে উত্তাল হল সংসদের দুই কক্ষ। মণিপুর নিয়ে আলোচনা চেয়ে স্লোগান তোলেন বিরোধীরা। তীব্র হই-হুটগোলের মধ্যে দুপুর ২টোর পরই এদিনের মতো মূলতবি রাখতে হল লোকসভা এবং রাজ্যসভা। অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত রেখে মণিপুরের হিংসা পরিস্থিতি নিয়ে

প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য শুরু হয়ে গেল হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা, স্বাভাবিকও হল দ্রুত

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ফের থমকে গেল হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোররাতে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায় হোয়াটসঅ্যাপ। পাঠানো যাচ্ছিল না কোনও বার্তা, গোলমাল শুরু হতেই তপর হয় হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়, আমরা হোয়াটসঅ্যাপের কানেকটিভিটি সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত কাজ করছি।প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য থমকে গিয়েছিল হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা। এরপর ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোররাত ২.৩৬ মিনিট নাগাদ অপর একটি টুইট করে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ জানায়, এবং আমরা কিরে এসেছি, হ্যাপি চ্যাটিং! প্রসঙ্গত, ফেসবুকের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘ এই মেসেঞ্জার পরিষেবা ভারতে তো বটেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুল ভাবে ব্যবহার করা হয়। এই পরিষেবা অধিকাংশ অফিসেও ব্যবহার করা হয়।

নিউজিল্যান্ডে বন্দুকবাজের গুলিতে নিহত ২ আহত হয়েছেন আরও ৬ জন

অকল্যান্ড, ২০ জুলাই : ফিফা মহিলা বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই নিউজিল্যান্ডে বন্দুকবাজের গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তাইহ আহত হয়েছেন আরও ছয়জন। বৃহস্পতিবার অকল্যান্ড শহরের কেন্দ্রস্থলে এই হামলার ঘটনায়পুলিশের পাষ্টা গুলিতে নিহত হামলাকারী ।নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স বলেছেন, হামলাটিকে জঙ্গি কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখা হচ্ছে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফিফা বিশ্বকাপ এগিয়ে যাবেনি।তিনি যোগ করেছেন, জনসাধারণ নিশ্চিত থাকতে পারে যে, পুলিশ হামলাকারীকে হত্যা করেছে এবং অকল্যান্ডের কুইন স্ট্রিটে এই ঘটনার পর আর কোনও ঝুঁকি নেই।প্রধানমন্ত্রী বলেন, হামলার কোনও রাজনৈতিক বা আনন্দিক উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যায়নি। তিনি বলেন, বন্দুকধারীর কাছে একটি পাম্প-অ্যাকশন শটগান ছিল। সাহসী পুলিশ সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে হিপকিন্স বলেন, এই ধরনের পরিস্থিতিতে যারা দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় এবং অন্যদের বাচাতে নিজদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে, তাদের কাজ বীরত্বের থেকে কম কিছু নয়।এদিকে অকল্যান্ডের মেয়র ওয়েন ব্রাউন জানিয়েছেন, ফিফার সব কর্মী এবং ফুটবল দল নিরাপদ রয়েছেন। তাদের খোঁজ নেওয়া হয়েছে।

পাটনায় লাঠিচার্জে বিজেপি নেতার মৃত্যু, শুনানির জন্য প্রস্তুত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : পাটনায় বিজেপির বিক্ষোভের সময় পুলিশের লাঠিচার্জে এক নেতার মৃত্যুর মামলার শুনানির জন্য রাজি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।আবেদনকারী ভূশেণ নারায়ণের আইনজীবী বরুন সিনহা, প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের সামনে এই পিটিশনের দ্রুত শুনানির দাবি করেছিলেন, যার পরে আদালত ২৪ জুলাই শুনানির নির্দেশ দিয়েছে।আইনজীবী বরুন সিনহার মাধ্যমে করা আবেদনে পুরো ঘটনাকে ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন আবেদনকারী। আবেদনে দাবি করা হয়েছে, এই মামলার তদন্ত সিরিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা

মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপে কোন দল কত টাকা পাবে, দেখে নেওয়া যাক

সিডনি, ২০ জুলাই বৃহঃবার থেকে অস্ট্রেলিয়া- নিউজিল্যান্ডে শুরু হয়েছে বরম বিশ্বকাপ। এবারের প্রাইজ মানিও অন্যান্য সব বিশ্বকাপের তুলনায় কয়েকগুণ বায়িচ্ছে ফিফা। ২০১৯ সালের মহিলা বিশ্বকাপের তুলনায় প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবারের প্রাইজ মানি। সব মিলিয়ে ১১০ কোটির মার্কিন ডলার ভাগ করে দেওয়া হবে অংশগ্রহণকারী ৩২টি দেশের মধ্যে।

সরকার ব্যবস্থা না নিলে আমরাই করব, মণিপুরের ঘটনায় মন্তব্য ‘উদ্বিগ্ন’ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : হিংসাদীর্ঘ মণিপুরে দুই মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর ঘটনার ভিডিও এবং যৌন নিগ্রহের অভিযোগ নিয়ে এ বার কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বৈধঃ অবিলম্বে এ নিয়ে কেন্দ্র এবং মণিপুর সরকারের রিপোর্ট তলব করেছে। সেই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের হুঁশিয়ারি, ‘নিয়ে আমরা গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন, ‘নিয়ে সরকার কোনও পদক্ষেপ না করলে আদালত স্বতঃ প্রণোদিত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।’ শুক্রবার আবার এই মামলার



শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছেন, আমরা সত্যই

উদ্বিগ্ন। সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, এটা মেনে নেওয়া যায় না,

সাম্প্রদায়িক বিবাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। এটি সাংবিধানিক অপ ব্যবহারের সবচেয়ে মারাত্মক প্রমাণ। তিনি আরও বলেছেন, যে ভিডিওগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সরকার ব্যবস্থা না নিলে আমরাই করব। এদিকে, মণিপুরের ঘটনায় এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রাভুত্ব প্রধান বিচা়রপতি ও বিজেপি সাংসদ রঞ্জন গগৈ বলেছেন, মন্তব্য করার কিছু নেই। এটা খুবই দুঃখজনক...অবশ্যই এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

জনগণের স্বার্থে বাদল অধিবেশনকে পুরোপুরি কাজে লাগাবেন সাংসদরা, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : জনগণের স্বার্থে সংসদের বাদল অধিবেশনকে পুরোপুরি কাজে লাগাবেন সাংসদরা। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। বাদল শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থে সংসদের বাদল অধিবেশনকে পুরোপুরি কাজে লাগাবেন সাংসদরা, এ বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।দেশের উন্নয়নের সঙ্গে



সম্পর্কিত বিলগুলি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন

প্রধানমন্ত্রী মোদি। সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে

ফের দিলীপ ও বিজেপি-র প্রচারকে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২০ জুলাই :গত বিধানসভা ও তার আগেপড়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রাক্তন রাজপাল তথাগত রায়ের দাম মন্তব্য আলোনা জমায়েতীলা দলের দিল্লির নেতৃত্বকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল তাতে। ফের তথাগতবাবুর মন্তব্য দরল অস্বস্তি তৈরি করেছে। পোস্ট করে এক দিন বাদে বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১১টায় এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২১৫,৬৬ ও ৭।তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাবিহীন একজন লোক হঠা

দলে এসে ডেলকি করে আঠারোটী আসন পাইয়ে দিলেন, একথা যারা বিশ্বাস করেন তারা ফোড়ার ডিম বা পক্ষীয়ার ঘোড়াতেও বিশ্বাস করতে পারেন। ইনি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধেও একিডেভিট করে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।এর পিছনে বেশি কথা খরচ করে লাভ নেই।অভিচমবন্ধ বিজেপির অন্যতম সমস্যা, কোনো চিন্তা, ভাবনা, পরিকল্পনা ছাড়া কাজে নেমে পড়া। ২০২১ সালের শেচান্নীয়া ফলের অন্যতম কারণ, এই ভাবে গাদা গাদা হিন্দিভাষী নেতাদের রাজ্যে এনে তাদের দিয়ে হিন্দিতে বক্তৃতা

করানো, যেখানে মমতা বলে যাচ্ছেন তিনি ‘মেয়ে’কোনো স্লোগান পর্যন্ত তৈরী হয় নি, কোনো স্বপ্ন মানুষের সামনে রাখা হয় নি – শুধু দুটো অর্থহীন স্লোগান ছাড়া, সোনার বাংলা এবং আর নয় অন্যায়। এ ছাড়া কামিনী-কাঞ্চন তো ছিলই। এর সঙ্গে তুলনীয়, ২০১৪ সালে মোদীজির ‘ পে চর্চা’র মতো বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাথ সূত্ পদক্ষেপ প। পরিকল্পনা ছাড়া কোনো বহু কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। পরিকল্পনা করতে হয় ঠান্ডা মাথায়, ঠান্ডা ঘরে বসে। শুধু মেট্টো রাজনীতিতে যাঁদের বিশ্বাস তাঁরা

সবসময়েই এই ‘ ঘরের’ ব্যাপারট। নিয়ে ঠেস দিতে ছাড়েন না। তা দিন। কিন্তু ‘ কিলোমিটার’ ঘুরে গায় গায় না ইচ্ছে-তাঁরা ভাট বকে এলে তা মানুষের মনে কোন দাগ কাটবে না – কর্মীদের একটু উৎসাহিত করা যেতে পারে এইমাত্র, তাও সাময়িকভাবে। সাধারণ মানুষ বোকা ননা। তারা নেতাদের বক্তৃতার মধ্যে আগামী দিনের পথনির্দেশ খোঁছেন। যদি তা না থাকে, এবং সেই বক্তৃতা যদি হিন্দি হবার ফলে মানুষের কাছে সহজবোধ্য না হয় তাহলে কি হবে বোঝাই যায়।

মহারാষ্ট্রের রায়গড়ে ভূমিধসে ১৪ জনের মৃত্যু উদ্ধার ৭৫ জন, একনাথের সঙ্গে কথা অমিত শাহের

রায়গড়, ২০ জুলাই : মহারাষ্ট্রের রায়গা জেলায় ভয়াবহ ভূমিধসের কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন ১৪জন। এছাড়াও ৭৬ জন আহত হয়েছেন। কর্মপক্ষে ৭৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, এখনও বহু মানুষ আটকে রয়েছেন বলেও আশংকা করা হচ্ছে। বুধবার রাত এগারোটটা নাগাদ রায়গড় জেলার খালাপুর তালুকের ইরশালওয়াড়ি গ্রামে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে অনেকগুলি বাড়ি ভেঙে পড়ে। সেই বাড়িগুলির নীচে মানুষজন চাপা পড়ে যান। বৃহস্পতিবার ভোররাতে

রায়গা পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মোট ২২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও বেশ কয়েকজন আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমানে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের শতাধিক কর্মকর্তা উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আমরা এনিডিআরএফ, স্থানীয় মানুষজন এবং কিছু এনজিও থেকে সাহায্য পাছি।এরপর বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, ভূমিধসের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। এছাড়াও ৩ জন আহত হয়েছেন। ৭৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্ধারকারীদের একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, সেখানে পৌঁছে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী উদয় সামন্ত এবং দাদা ভূসেও খালাপুরের ইরশালওয়াড়িতে পৌঁছেছেন। মুম্বইয়ের কেন্ট্রোল রুম থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার।রায়গড়ে ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃ

খপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন। টুইট করে অমিত শাহ জানান, মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সঙ্গে আন্দ্রি কথ্য বলেছি। ৪টি এনডিআরএফ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং উদ্ধার অভিযান চালাতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছে। মানুষজনকে উদ্ধার ও আহতদের চিকিৎসা প্রদান আমাদের অগ্রাধিকার।

কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে আরও

সস্তা টমেটোর পাইকারি মূল্য,

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিকোচ্ছে ৭০ টাকা কেজি দরে

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের পর দেশজুড়ে টমেটোর পাইকারি দাম অনেকটাই কমবেছিল। যে সব অঞ্চলে টমেটোর দাম বেশী, সেখানে কেজি পিছ ৮০ টাকা হারে সরকার টমেটো বিক্রি করছিল। এবার টমেটোর দাম আরও



সস্তা করল কেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন

স্থানে টমেটো বিকোচ্ছে ৭০ টাকা কেজি দরে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ‘সুস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ক্রেতারা’। দেশের ৫০০টিরও বেশি জায়গায় পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে নাক্ষেদ এবং এনসিসিএফ ৭০ টাকা

কেজি দরে টমেটো বিক্রি শুরু করেছে। ভোক্তা বিষয়ক দফতরের নির্দেশে, নাক্ষেদ এবং এনসিসিএফ অঙ্গপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের মান্ডি থেকে টমেটো সংগ্রহ করা শুরু করেছিল, যেখানে খুচরা মূল্য গত এক মাসে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পুথিগত শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক, বলেছেন অধ্যাপক সচিন্দানন্দ

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই : পুথিগত শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, এই দুয়ের পরিভাষা এবং ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে বিস্তর ফারাক। বক্তা ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের সভা’র ভারতীয় সভাপতি তথা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাকেন্দ্রের সদস্যসচিব, কার্যনির্বাহী ও আকাদেমিক প্রমুখ তথা কুশাভাও ঠাকুরে পত্রকারিতা ও জনসঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মেয়াদের উপাচার্য তথা মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা ও জনসঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-রেজিষ্ট্রার, লেখক-কবি-অভিনেতা অধ্যাপক সচিন্দানন্দ জোশি।রাষ্ট্রীয় সংস্বেসবক সংঘের বর্ষষ্ট প্রচা়ক প্রয়াত বিনায়ক রাও বিশ্বনাথ কানেতকরের প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার রাতে গুয়াহাটির ডিআইপি রাওে (হেঙেরাবাড়ি) অবস্থিত সুন্দরনালয়-এর কর্মযোগী গৌরীশংকর চক্রবর্তী পেরুমঞ্চিছে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল অসম প্রান্তের উদ্যোগে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা প্রধান বক্তা হিসেবে ‘ শিক্ষায় সংস্কৃতি’ শীর্ষক বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণাত্মক ভাষণ দিচ্ছিলেন অধ্যাপক সচি্দানন্দ জোশি।বিশিষ্ট

আমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পরিপূণ প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ বক্তব্যে অধ্যাপক জোশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, সংস্কৃতির শিক্ষা, না-শিক্ষায় সংস্কৃতি। বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা দরকার। বলেন, ভারতীয় বিদ্যার পরিভাষা একেবারে আলাদা। ভারতীয় বিদ্যায় ক্ল্যাসিফিক্যাশন আছে। এই ক্ল্যাসিফিক্যাশনে আছে সমৃদ্ধ দর্শন। দর্শন সংস্কৃতির বলিষ্ট উপকরণ। ভারতীয় সভ্যতা টিকে আছে কেন্দ্রি়তার ওপর। তাই আজ পর্যন্ত কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ট শব্দ করার ‘ খোখানি।প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের তদানিন্তন অধিল ভারতীয় সংগঠনমন্ত্রী, অসমে যৌনে থেকে স্ট্রেট, টানা ৫০ বছর সংঘের কার্যকর্তা নির্মাণে আত্মোৎসর্গকারী প্রয়াত বিনায়ক রাও বিশ্বনাথ কানেতকরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বক্তা অসম নানা অন্তর্নিহিত বক্তবোর ব্যাখ্যা করেছেন বক্তা অধ্যাপক সচি্দানন্দ জোশি।গুরু-শিষ্য কেমন হওয়া উচিত, সব সম্পর্কে বহু উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, এই দুয়ের সম্পর্ক আত্মিক। গুরুর (পিতৃক)

স্থানই আলাদা। কিন্তু আজকাল নানা কারণে এই সম্পর্কে দূরত্ব বেড়েছে দেখে খেদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এর পেছনে অনেকটা দায়ী মোবাইল-প্রবণতা। আজকাল মোবাইলে ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা পঠন-কানেতকরের নিজদের শিক্ষিত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশি আগ্রহী। মোবাইল অনলাইনে সূচনা দিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে না। ফলে সরাসরি গুরুর কাছে প্রাপ্ত প্রকৃত শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি বলেন, কোনও অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না মোবাইল। মোবাইল-শিক্ষাকে খাটো করলে না, তবে সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে নিজেকে শিক্ষিত করার ওপর জোর দিয়েছেন বক্তা। সংস্কৃতি কী এবং কাকে সংস্কৃতি বলে, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।তাই তাঁর আস্থান, গুরু-শিষ্যের পরম্পরা স্মৃতিমলিতভাবে আমাদের বজায় রাখার প্রচেষ্টা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক সহ অনা সবাইকে বই পড়ার আহ্বান জানিয়ে গুরু-শিষ্যের পরম্পরা আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তাইর ও ব্যাখ্যা

ক রেছেন।ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তর অসম প্রান্ত সভাপতি নীলমোহন রায় সঞ্চালিত স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অসম ক্ষেত্র সংঘচালক ডা। উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী বিনায়ক রাও কানেতকরের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য পেশ করেছেন। ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের পূণে থেকে সংঘের প্রচারক হয়ে অসমে এসেছিলেন। ২০১৫ সাল পর্যন্ত অসমে প্রচারক হিসেবে হিন্দুদের সংগঠিত করে রতে ৫০ বছর অবস্থান করেছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রবাস করে কার্যকর্তা নির্মাণে বিনায়কজির অবদান কতটা ছিল, সে সর্বের বর্ণনা করেছেন ডা। উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।এদিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের সর্বভারতীয় বোর্ডের সংরক্ষক অধ্যাপক ড. বিভাসমুদ্র দাস, ডা. উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নীলমোহন রায়, প্রণতি দেবীকে সঙ্গে নিয়ে ‘ বিনায়কজীঃএক অবিস্মরণীয় স্মৃতিগাথা’ শীর্ষক স্মরণিকার উন্মোচন করেছেন প্রধান অতিথি অধ্যাপক সচি্দানন্দ জোশি।

সংসদের বাদল অধিবেশনের সূচনা প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ, শপথ নিলেন আপ-এর রিক্সু



নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেল সংসদের বাদল অধিবেশন। বেলা এগারোটো থেকে শুরু হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই সংসদের উভয়ক্ষেে সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন সাংসদরা। গত জুন মাসে প্রয়াত সাংসদ হরদ্বার দুবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।লোকসভার অধিবেশন মুলতবি হয় দুপুর দু’টো পর্যন্ত। লোকসভায় এদিন সাংসদ হিসেবে শপথ নেন অম আদমী পাটির সূশীল কুমার রিক্সু। রাজ্যসভায় বারোটার পর অধিবেশন শুরু হলেও, মণিপুর ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান বিরোধীরা। এরপর দুপুর দু’টো পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটার সময় হিংসার ঘটনায় এদিন সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বন্ধ বিজেপির সাংসদরা। উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

মণিপুরে গ্রেফতার নগ্ন-ধর্ষিতাকে নিয়ে প্যারেড কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সহ দুই

ইমফল, ২০ জুলাই : মণিপুরে দলবদ্ধ দুই ধর্মীত যুবতীকে নগ্ন করে রাজপথে প্যারেড করানো এবং ভিডিও ভাইরালকান্ডের মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে থটবাল জেলার বাসিন্দা বছর ৩২-এর জনৈক হেরাদাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। হেরাদাসই ওই ঘটনার মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল করেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃত আরেকজনের নাম এখনও জানানো হয়নি।মর্মান্তিক এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং মর্মান্তিক, দুর্ভাগ্যজনক বলে ঘটনার সঙ্গে জড়িত দৃষ্টান্তদের শীঘ্র গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি গতকাল রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে রেহাই না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।প্রসঙ্গত, গত ৪ মে মণিপুরের কাংপোকপুি জেলায় দুই মহিলাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তাদের নগ্ন করে হাতে অত্যাধুনিক অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উজ্জলিত ৮০০ থেকে হাজারখানেক যুবক রাস্তায় প্যারেড করিয়েছিল। নগ্ন যুবতীদের নিয়ে উল্লাস-প্যারেডের ভিডিও কতটা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছিল হেরাদাস নামের বিকৃতমনস্ক যুবক। ভিডিওয় দেখা গেছে, অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত যুবকারা দুই নগ্ন যুবতীকে নিয়ে বি কলিমেো গ্রামে প্রবেশ করছে। তারা বেশ কিছু সম্পত্তি ভাঙচুর ও লুটপাট করে বাড়িঘর ঝালিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া তারা আক্রমণ চালায় গ্রামের বাসিন্দার ওপর। পাঁচ গ্রামবাসী তাদের হামলা থেকে প্রাণরক্ষা করতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।ঘটনার দিন উমাগু জনতার গুলিতে ভঙ্গলোহেন একজন নিহত হয়েছিলেন। তার সাথে ছিলেন দুই বোন। সহ তিন যুবতী। তাদের অপহরণ করে একটি ধানক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে এক যুবতী পালিয়ে যান। কিন্তু ১৯ বছর বয়সি এক যুবতী সহ দুজনকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তারা। নিজের বোনকে দৃষ্টান্তদের হাতে থেকে রক্ষা করতে সাহসী প্রচেষ্টা করেছিলেন তাই। কিন্তু উমাগু জনতা তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিল।এদিকে আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং হৃদস্থান সমাচার-কে জানান, মণিপুর পুলিশ ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে অপহরণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ এবং হত্যার মামলা নথিভুক্ত করেছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ঘটনাকে ‘ অমানবিক’ বলে আখ্যা দিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আশ্রাস দিয়েছেন, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য কোনও সন্দেহাত প্রচেষ্টা করা হবে। ঘটনা সম্পর্কে গতবুধবার রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইরানি তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভিডিওটি দেখে পুলিশকে সুয়ো-মোটো মামলা রুজু করে তত্তে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী প্রায় একমাস পর গত ২১ জুন সাইক্লু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫০-এ, ৩৬৮-এ, ৩৬৭, ৪৩৬, ৪৪৮, ৩০২, ৩৫৪, ৩৬৪, ৩২৬, ৩৭৬, ৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১)সি ধারায় মামলা নথিভূক্ত করা হয়েছে।

আহমেদাবাদের ইস্কন ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী-সহ মৃত ৯, আহত ১০-১১ জন আহমেদাবাদ, ২০ জুলাই : আহমেদাবাদের ইস্কন ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী-সহ ৯ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০-১১ জন। বুধবার মধ্যরাতে সারখেজ-গান্ধীনগর হাইওয়ের ওপর ইস্কন সেতুতে দু’টি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিছু মানুষ। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় ঘটনা ১০০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে একটি গাড়ি ওই ভিারে মধ্যে ধাক্কা মারে। আর তাতেই ৯ জন প্রাণ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই পুলিশ কর্মী-সহ ৯ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০-১১ জন। বুধবার রাতে একটি জাণ্ডয়ার গাড়ির ধাক্কায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১০-১১ জন আহত হয়েছেন। চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিসাকর পরামর্শ অনুযায়ী আমরা তাকে গ্রেফতার করব। সোলা সিভিল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার

আহমেদাবাদের ইস্কন ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী-সহ মৃত ৯, আহত ১০-১১ জন

আহমেদাবাদ, ২০ জুলাই : আহমেদাবাদের ইস্কন ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী-সহ ৯ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০-১১ জন। বুধবার মধ্যরাতে সারখেজ-গান্ধীনগর হাইওয়ের ওপর ইস্কন সেতুতে দু’টি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিছু মানুষ। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় ঘটনা ১০০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে একটি গাড়ি ওই ভিারে মধ্যে ধাক্কা মারে। আর তাতেই ৯ জন প্রাণ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই পুলিশ কর্মীরা-সহ ৯ জন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০-১১ জন। বুধবার রাতে একটি জাণ্ডয়ার গাড়ির ধাক্কায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১০-১১ জন আহত হয়েছেন। চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিসাকর পরামর্শ অনুযায়ী আমরা তাকে গ্রেফতার করব। সোলা সিভিল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার

মহিলা বিশ্বকাপ দেখার জন্য সরকারি অফিসের সময়ের পরিবর্তন এনেছে ব্রাজিল

রিও ডি জেনেইরো, ২০ জুলাই : গত কাতার ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার খেলা দেখতে গিয়ে চাকরি হারিয়েছিলেন ব্রাজিলের এক তরুণী। অফিসে অসুস্থতার কথা বলে মাঠে গিয়েছিলেন হইলেন বারবিরের। পরে মিথ্যা কথা বলার জন্য ধরা পানো। যার জন্য অফিস থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়। তবে মিলিা ফুটবল বিশ্বকাপে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সময়ের পরিবর্তন অননছে ব্রাজিলের সরকারি অফিসগুলো।ব্রাজিলের সরকারি কর্মচারীদের খেলা দেখতে গিয়ে আর যাতে চাকরি হারাতে না হয় সে থেকে মুক্তি দিয়েছে ব্রাজিল সরকার। তাই এবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার সুযোগ করে দিতে সরকারি কর্মচারীদের অফিসের সময়সূচি বদলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার । অস্ট্রেলিয়ায় মার্চামেরে বিশ্বকাপ ম্যাচগুলো শুরু হবে ব্রাজিলের স্থানীয় সময় ভোরবেলায়। ভোরে এই ম্যাচের সময় কর্মীদের অফিসে অনা সহজ হবে না বলে বিশ্ণা ব্রাজিলের বাহিন্যনা বিষয়ক মন্ত্রী ইসমের ডিউইক্সে। সেই কারণে ম্যাচ শেষ হওয়ার দুই ঘণ্টা পর কর্মচারীদের অফিসে আসার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী ডিউইক।

এটা তো দারুণ একটা বিষয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শততম টেস্টের আগে বললেন দ্রাবিড়

পোর্ট অফ স্পেন, ২০ জুলাই : ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টে শততম বার বৃহঃবার শুরু হয়েছে। ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও এমন অনেক ম্যাচ খেলেছেন। এবার কোচ হিসেবে আজ মাঠে পোর্ট অফ স্পেনে হাজির থাকবেন। ইন্ডিজ শততম টেস্ট খেলতে চলেছে। দু-দেশের মাঝে অনেক স্মরণীয় টেস্ট ম্যাচ হয়েছে। সেইসব টেস্টে কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা খেলেছেন। ক্রিকেটের জন্য দু-দেশের আগে অজানা নয়। দু-দেশের কিংবদন্তিদের দেখেই নতুন প্রজন্ম প্রেরণা নিয়েছে। প্লেয়ার এবং কোচ হিসেবে এদেশে এসেছি। ক্যারিবিয়ানরা ক্রিকেটারদের কতটা সম্মান করে জানি। আজ দারুণ একটা মুহূর্তের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,২১জুলাইশুক্রবার, ৪শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৪ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মনুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০১৯ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৪ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৪১ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অন্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অন্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃশুগুপ্তী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিত্তিঃযোগঃঅতিগুণ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩০ পর্যন্ত,তারপর ১২ঃ ৫ঃ৩০ঃ থেকে - ০২ঃ৩০ঃ২৪৫ পর্যন্ত,তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত,তারপর ০ঃ৩০ঃ৬ঃ০২ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩২ঃ১ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩৮ পর্যন্ত।কুলিক বেলোঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ০ঃ০৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালোলোঃদিন ১০ঃ৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত।গ্র

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বাতাঁ

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৩১ সংখ্যা, শুক্রবার, ৪ শ্রাবণ ১৪৩০

আদালতেই ঘুরছে পঞ্চায়েত নির্বাচন

আদালতে এখন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে মামলা চলছে। ফলে জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীরা এখনও পর্যন্ত তারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা পাচ্ছেন না। তাদের ভাগ্য এখন ঝুলে রয়েছে আদালতের পঞ্চায়েত নির্বাচন মামলার সিদ্ধান্তের ওপরে। কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা দেখার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা অপেক্ষা করে রয়েছেন। আদালত থেকে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েত ভোটারদের চেয়ে কেউ কেউ বেশি ভোট পেয়ে প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। সেই সব অতিরিক্ত ভোট কোথা থেকে এলো তা খুঁজে বের করতে হবে। পঞ্চায়েত এলাকার ভোটারদের সংখ্যার চেয়ে কোনও কোনও পঞ্চায়েত কেন্দ্রে ভোট পড়ছে বেশি। ফলে এখন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চিস্যতা দেখা দিতে শুরু করেছে। আদালত কী তাহলে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন খারিজ করে দেবে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের মধ্যে শুধু মাত্র আলোচনা করছেন। প্রকাশ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কোনও প্রসঙ্গ তুলতে পারছে না। এই ব্যাপারে আদালত বিডিওকে তলব করেছে। বুখে ভোটারদের সংখ্যার চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। তারা এই অতিরিক্ত ভোট কোথা থেকে পেল তা ষোঁজার চেষ্টা করতে বলেছে আদালত। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আদালত কমিশনের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। বহু স্থানে ব্যালট বাস্ক লুট হয়েছে। সেই সব স্থানের খবর পাওয়ার চেষ্টা করছে কমিশন। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন একেবারে সুষ্ঠু এবং অবাধ হয়নি। বহু ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন হিংসার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিং বলেছেন যে কোর্ট গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বসে আছে। বিশেষ কাউকে সুবিধা দিতে নয়। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হয়েছে। কোনও কারচুপি হয়নি। যারা কারচুপি করতে গিয়েছিল তারা প্রতিহত হয়েছে ভোটারদের কাছে। বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে যে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণ্ডগোল হয়েছে। সেটা কিন্তু ভুল। এদিকে আদালত এখনও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। তারা সব কিছু খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। তবে আদালতে মামলা চলতে থাকলে কবে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হবে কথা হবে জেলা পরিষদ গঠন হবে তা কেউই সঠিকভাবে বলতে পারছে না। তবে শাসক দলের নেতারা ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত বোর্ড এবং জেলা পরিষদ তৈরি করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তবে মনে করা হচ্ছে আদালত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন যেখানে যেখানে অবাধ হয়েছে তা মেনে নিয়ে আবার নতুন করে কোনও সেখানে পঞ্চায়েত এলাকায় পুনর্নির্বাচন করা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। বা জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীদের কাছ থেকে আদালত এ ব্যাপারে তাদের সন্তিকারের লিখিত মত গ্রহণ করতে পারে। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপরে। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সর্বভারতীয় জেটিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে শাসক দলের নেতারা। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস চিন্তা ভাবনা করছে না। তারা এখন কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনীতির ওপরে যে পিছন করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে পারলে লাউটা হবে তৃণমূল কংগ্রেসের, অখিলেশ যাদবের, নীতীশ কুমারের। বিজেপি বিরোধী রাজ্যগুলি বেঁচে যাবে। কারণ বিজেপি যদি আগামী লোকসভার ব্যাপক ভোট নিয়ে ক্ষমতায় ফেরে তাহলে কিন্তু ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিপদ রয়েছে। বিজেপি দল তখন সবাইকে গ্রাস করতে শুরু করে দেবে। যেমন গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে শিবসেনা এবং শরদ পাওয়ারের দলকে। অজিত পাওয়ারদে দিয়ে শরদ পাওয়ারকে জব্দ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই চাল খেলতে গিয়েছিল। কিন্তু পারেনি বিজেপি দলা। তবে বিজেপি দলের রণকৌশলকে বুঝে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলের নেতারা। বাম কংগ্রেস দল এখন বিজেপিকে কৌশল করে পরাস্ত করার চেষ্টা করছে। বিজেপি দলের নেতারা শিল্পপতিদের দিকে ঝুঁকে থাকার ফলে বিরোধী দলের নেতারা এখন ভারতের জনগণের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের জনগণের ওপরে ভরসা করে বিরোধী রাজনৈতিক দল মোদির বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। শিল্পপতিদের তোয়াজ করে চলার যে নীতি গ্রহণ করতে শুর করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা তাতে দেশের অধিকাংশ জনগণ ক্ষুব্ধ বলা যেতে পারে। রেলের সুবিধা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সরকারি ভর্তুকি ছিল তা একেবারে উঠিয়ে দিয়েছে বিজেপি দলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। তারা এখন ভারতের দরিদ্র জনগণের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। শক্তি প্রদান করতে শুরু করেছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে আর কিছুই ভারতে থাকছে না। জাতীয় স্তরের রাজনীতিটা ক্রমশ পাশ্টে যেতে শুরু করে দিয়েছে। আগামী লোকসভার নির্বাচনের পর দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কী আয়েরিকার শাসন ব্যবস্থার মতো তৈরি হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে মত প্রকাশ হতে দেখা গিয়েছে। সেনিডেলিয়াল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পথে কী ভারত তা নিয়ে বহু স্থানে কথা উঠতে শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এখন মোদি অতি তৎপর। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন মোদি। তিনি লোকসভার নির্বাচনের আগেই দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে দেবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।



ঠিক কী ঘটেছিল ২১শে জুলাই

কৌশিক দাস

ঠিক কী ঘটেছিল ২১ জুলাই? কেন এই দিনটিকে তৃণমূল ও কংগ্রেস ‘শহিদ দিবস’ হিসাবে পালন করে? বাম জমানায় বিরোধী মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের পিছনে ২১ জুলাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। তৎকালীন শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাল ১৯৯৩। তখনও তৃণমূলের জন্ম হয়নি। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের ‘আগুনে নেত্রী’ তথা সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছেন জ্যোতি বসুর সরকার। এ সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে ছাপ্পা-রিগিং-এর অভিযোগ নিয়মিত শোনা যায় বিরোধিদের মুখে। এমন আবহেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার জন্য সচিব ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে ২১ জুলাই মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এই কর্মসূচি দিন ঠিক হয়ে ছিল ১৪ জুলাই। কিন্তু সে বছর ওই সময় প্রাক্তন রাজ্যপাল নুরুল হাসানের প্রয়াণের জন্য কর্মসূচি পিছিয়ে ২১ জুলাই করা হয়।১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মমতার ডাকে মহাকরণ অভিযানের জন্য কলকাতার রাজপথে নামেন কয়েক হাজার যুবকংগ্রেসকর্মী। রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক সচিবালয়ে এই অভিযান রুখতে তপর হয় পুলিশ। বিভিন্ন ক্রসিং-এ তৈরি করা হয় ব্যারিকেড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস কর্মীরা সেদিন ব্যারিকেড ভাঙতে গেলে হঠাৎই চলতে থাকে গুলি। সেই গুলিতে নিহত হন ১৩ জন যুবকংগ্রেস কর্মী। এই ‘শহিদ’রা হলেন- বন্দন দাস, মুরারী চক্রবর্তী, রতন মণ্ডল, কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ণুনাথ রায়, অসীম দাস, কেশব বৈরাগী, শ্রীকান্ত শর্মা, দিলীপ দাস, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ দাস, মহম্মদ খালেদ, ইনু। এই ১৩ যুবকংগ্রেসকর্মীর মৃত্যুতে রীতিমতো উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। কার নির্দেশে গুলি চালাল পুলিশ, এই প্রশ্নের আজও মীমাংসা হয়নি। উল্লেখ্য, সেসময় রাজ্যের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে পরবর্তীকালে এ ঘটনায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ক্রিনচিট দেয় সিবিআই। এক দিনটিকে তৃণমূল ও কংগ্রেস ‘শহিদ দিবস’ হিসাবে পালন করে? বাম জমানায় বিরোধী মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের পিছনে ২১ জুলাই সকাল ১০টা থেকে মহাকরণ অভিযনী জমায়েত শুরু হয়। যুব কংগ্রেসের মিছিল মহাকরণে পৌঁছানোর আগে পাঁচ দিক থেকে ব্যারিকেড করে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। তাতেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় মহাকরণ চত্বর। অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট-পাথরবৃষ্টি। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যায় যুব কংগ্রেসের



কর্মী-সমর্থকদের। তৎকালীন বাম সরকারের অবস্থা দাবি ছিল, সমস্ত সমাজবিরোধীদের এনে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছিল যুব কংগ্রেস। ফলে পাষ্টা প্রতিরোধে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফটাঁয় পুলিশ। ব্রেবোন্স রোডে ধাক্কাধাক্কি এবং কাঁদানে গ্যাসের খোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন মমতা। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী সার্ভিস রিভলভার উচিয়ে পুলিশের মোকাবিলায় এগিয়ে যান। মেয়ো রোড-রোড রোডের

মোড়ে বোমাও পড়ে। সেই উত্তেজনার আঁচ ছড়িয়ে পড়ে গোটা মধ্য কলকাতায়। রেড রোডে পুলিশের ভানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের তাড়া খেয়ে পুলিশের পদস্থ অফিসারেরা পালিয়ে যান। এরপরেই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মনীশ গুপ্তের নির্দেশে সক্রিয় হয় পুলিশ। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালাতে শুরু করে তারা। পরে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৩ জন মারা গিয়েছেন। এছাড়াও জখম হন বহু মানুষ। যদিও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানিয়েছিলেন, “ওরা মহাকরণ দখল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন বেলা গড়াতেই জনাদেশ স্পষ্ট হয়ে যায়, আর এরপরই দৃশ্যত আপ্লুত মমতা জানিয়ে দেন, জয়ের উদযাপন হবে ২১ জুলাই শহিদ তর্পণের দিন। তবে এই ২১ জুলাইয়ের ইতিহাসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সে অর্থে কোনও সম্পর্কই নেই। বা বলা ভাল, তৃণমূলের জন্মের আগেই ঘটে গিয়েছে ‘একুশে জুলাই’। বরং বলা যেতে পারে, একুশের সঙ্গে অঙ্গাদিভাবে জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩ সালের এই ঘটনার পর থেকেই



প্রতিবছর এই দিনটিকে ‘শহিদ দিবস’ হিসেবে পালন করে পশ্চিমবঙ্গ প্রশ্নে কংগ্রেস। পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল তৈরি করেন এবং ২১ জুলাইকে ‘শহিদ দিবসে’র মর্যাদা দেওয়া হয়। আজও এই দিনে পৃথকভাবে সমারেশ করে কংগ্রেস। কিন্তু, তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে এ রাজ্যে প্রশ্নাতীতভাবে বৃহত্তর শক্তি হয়ে ওঠায় তৃণমূলের ‘শহিদ দিবস’ই যাবতীয়

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ‘তর্পণ’ করা হলেও বিগত কয়েক বছর ধরে, বিশেষত রাজ্যে পালাবদলের পর ২১ জুলাই তৃণমূলের কাছে এক প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তবে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপির ভরাডুবি স্বস্তি দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলকে। একুশের নির্বাচনের আগে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, বিজেপি রাজ্যে এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত গুলিতে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখে ফেলেছিল। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে কংগ্রেস কর্মীদের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। সেই মৃত্যুর জন্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় এলে সেই ঘটনার তদন্ত করার হুঁশিয়ারি অতীতে একাধিকবার দিয়েছেন মমতা। তাঁর সরকার গঠনের পর এ নিয়ে কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই কমিশন বামনোতাদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। কিন্তু কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন, “১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের ফ্যারিংয়ের ঘটনা। এ নিয়ে কমিশন তৈরি হয়েছিল। কমিশন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম। আমাকে যা যা প্রশ্ন করা হয়েছিল উত্তর দিয়েছি। কিন্তু সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হল না কেন? কোন কারণে রিপোর্ট প্রকাশ করল না? রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়ার জন্য কে দায়ী? মানুষের সত্যি জানার অধিকার রয়েছে।” সামনেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ একুশে জুলাই। একুশের মঞ্চ থেকে সাধারণত দলকে আগামী দিনের পথ দেখান মমতা। তাই এবারের ‘শহিদ মঞ্চ’ থেকে মমতা কী বার্তা দেন, সে দিকেই তাকিয়ে সব মহলা। যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ বছর একুশে জুলাইকে শ্রদ্ধা দিবস হিসেবে পালন করবে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস।

একদিকে প্ল্যানিং, আর একদিকে প্ল্যানিংয়ের অভাব!

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলায় একটি বাগধারা আছে, ‘প্রদীপের নীচেই অন্ধকার’। ভারতের বর্তমান অবস্থা লক্ষ করলে বাগধারাটির অর্থ পরিস্কার হয়। একদিকে ভারত যখন চাঁদে মহাকাশযান পাঠাচ্ছে, অন্যদিকে দেশের বিরাট অংশ ডুবে আছে বন্যার জলে। বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু কী করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার পথ এখনও বার করা যায়নি। এখানে সরকারের গাফিলতি আছে। সেই সঙ্গে আছে দূরদর্শতার অভাব। তাই প্রতি বছরই বর্ষার সময় বিপর্যয়ের মুখে পড়া দেশবাসীর নিয়তি। এবছর রাজধানী দিল্লিও বন্যার কবলে পড়ছে। বর্ষার শুরুতেই উত্তর ভারতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। দিল্লিতে প্রতি বছর বর্ষায় মেটা যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার ২০ শতাংশ হয়েছিল মাত্র ২৪ ঘণ্টায়। এর ফলে যমুনা নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার জল বিপদসীমার বহু ওপর দিয়ে বইতে থাকে। পরিণামে ভেসে যায় রাজধানী। তার ঐতিহাসিক স্থানগুলিও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন প্রাণ হারান। ভ্রাণকর্মীরা বলেছেন, দিল্লির নিকাশী নালাগুলি জাম হলে গিয়েছিল। সেজন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। অসমে বন্যা শুরু হয়েছিল জুন মাসে। যদিও এখানকার গণমাধ্যমে বিষয়টি দিল্লির মতো কভারেজ পায়নি। কিন্তু সেখানে অবস্থা আরও খারাপ। জুনের মাঝামাঝি উত্তর-পূর্ব ভারতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হয়।

বন্যা পরিস্থিতি দেখা যায় অসমের ২২টি জেলায়। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর থেকে বলা হয়, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ। প্রায় ১৪ হাজার মানুষ ভ্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তর



ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে হিমাচল প্রদেশের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সেখানে বন্যায় প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুতের লাইনগুলি ছিঁড়ে গিয়েছে। অন্যান্য পরিকাঠামোর ক্ষতিও হয়েছে ব্যাপক। রাজ্যের ১ হাজার রাস্তা এখন যান চলাচলের অযোগ্য। ভ্রাণে নেমেছে সেনাবাহিনী ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রায় ৭০ হাজার পর্যটককে উদ্ধার

করা হয়েছে। পাঞ্জাবেও বন্যার আশঙ্কায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাতিয়ালা ও ডেরা বাসসি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অনেক জায়গায় রাস্তায় ধস নেমেছে। এরই মধ্যে গত শুক্রবার চাঁদের উদ্দেশে রওনা হয়েছে আমাদের চন্দ্রযান ৩। সর্বকিছু ঠিকঠাক থাকলে রকেট চাঁদের বুকে নামবে ২৩-২৪ আগস্ট। শোনা যাচ্ছে, রকেটের সফট ল্যান্ডিং হবে। অর্থাৎ আকাশ থেকে রকেটটি পাখির পালকের মতো নেমে আসবে মাটিতে। মূলত চাঁদের আবহাওয়া ও মাটি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে চন্দ্রযান ৩। চাঁদের আবহাওয়া ও মাটি সম্পর্কে জানা নিশ্চয় জরুরি, কিন্তু তার চেয়েও জরুরি হল আমাদের দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে নিখুঁত পূর্বাভাস পাওয়া ও সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া। আমাদের আবহবিদরা অবশ্য বন্যার আগের চেয়ে ভাল পূর্বাভাস দিতে পারেন, কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয় না। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতার মতো মহানগরে জলনিকাশি ব্যবস্থা বিশেষ ভাল নয়। প্রতি বছরই নিকাশির জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু তাতে লাভ হয় সামান্যই। আসলে এসব ক্ষেত্রে প্ল্যানিং-এর অভাব আছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা খুব পরিকল্পনা করে চাঁদে রকেট পাঠিয়েছেন। গতবারের মতো রকেট যাতে চাঁদে নামার সময় যেতেই না পড়ে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এই প্ল্যানিং ও সতর্কতা যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণের বেলায় দেখা যেত, তাহলে এত মানুষের প্রাণ যেত না। এত সম্পত্তিরও ক্ষতি হত না।

রাজনৈতিক বিবাদ রুখতে নেতৃত্বের সদৃচ্ছা প্রয়োজন

বিশেষ প্রতিনিধি

পঞ্চায়েত ভোট শেষ হল। ফলাফল নিয়ে মামলা যদিও বুলে আছে। পাঁচ বছর আগের ভোটের সময় রাজ্যে পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সূর্যত মুখোপাধ্যায়। তার এক সময়ে বলা একটি কথা এবার পঞ্চায়েত ভোটের বাজনা বাজার পর থেকেই ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে। সেই কথার সঙ্গে ভোট ঘিরে হিংসার সম্পর্ক বিস্তর। সাংবাদিকদের সঙ্গে সূর্যতাবুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এক কথায় অনবদ্য। তাঁর নানা ভালে লাগার মধ্যে একটি ছিল সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডা। হাসতে হাসতে অনেক গুরুতর বিষয় সহজ করে বলতেন। এমনই একটি আড্ডায় তিনি সত্তর-আশির দশকে রাজনৈতিক সত্ত্বাসের দিনগুলি স্মরণ করতে গিয়ে বললেন, “বোমা-বন্ধুক দিয়ে ভাড়াটে ছেলেদের পাটি অ্যাকশন করতে পাঠাত। ঠিকঠাক অ্যাকশন করতে না পেরে ওরা ফিরে চলে এলে নেতাদের চিন্তা যেত বেড়ে। ওদের তখন পাঠিয়ে দেওয়া হত কোনও জর্মমানবহীন এলাকায়। সেখানে গিয়ে মহা আনন্দে সেগুলো ফাটাত।” আরও বলেছিলেন, “আসলে কী জানো, এই সব লুপ্পেনদের হাতে মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরা আজ এ দলে তো কাল সে দলে। ওই সব বোমা-বন্দুক পরে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে!” সূর্যতাবুর মুখে কথাটি শুনেছিলাম তিনি কংগ্রেসে থাকার সময়। আমার ধারণা, বেঁচে থাকলে পঞ্চায়েত ভোটে অস্ত্রের ঝলকানি দেখে তাঁরও মনে পড়ে যেত নানা সময়ে বলা তার ওই কথাটি। মারা যাওয়ার সময় তিনি পঞ্চায়েত দফতরেরই দায়িত্বে ছিলেন। ভোটের দিন ঘোষণা-প্রচার পর্ব-ভোট গ্রহণ-গণনা-ভোট পরবর্তী অধ্যায়-এই পাঁচ পর্বেই বোমা-গুলির তাণ্ডব

ছিল ভয়াবহ। শুধু ভোটের দিন বা ভোটপর্ব কেন, বছরের বাকি সময়েও বিরাম নেই, কম আর বেশি। বোমাকে খেলনা ভেবে হতাহত হওয়া এ রাজ্যে শিশুদের জন্য নয়। বিপদ ডেকে এনেছে। এমন খবর প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু রাজনীতি চলে চেনা পথে। একেবারে চিত্রনাট্য মেনেই ভোট মৃত্যুর সংখ্যা এবং দায় নিয়ে বিতর্কে মেতেছে সব দল। একটা সময়



হয়তো এসব নিয়ে সাময়িক তর্ক-বিতর্কে ইতি পড়বে। কালীপুজো, ভাইফোঁটা পর্ব মিটলে শুরু হবে লোকসভা ভোটার মহড়া। পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে অস্ত্রের ঝলকানি দেখে বেশ অনুমান করা যায়, ভাড়ারে মজুত নেহাত কম নয়। হিংসার চিত্র বলছে, কম আর বেশি, কোনও দলের ভাঙুরই শূন্য নয়। সব পক্ষই তৈরি সুযোগ পেলে অপর পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। অক্রান্ত পক্ষ আত্মরক্ষায় পাষ্টা নিষ্কপ্ন করবে, এই তো সহজ সমীকরণ রাজনীতির। কিন্তু কী গ্যারান্টি আছে, ভাড়ারে থেকে যাওয়া অস্ত্র শুধু রাজনীতির প্রয়োজনেই কাজে লাগেনা হবে? আজ যারা দলের

জার্সি গায়ে অপরপক্ষকে ঘায়েল করছে রাজনীতির দোহাই দিয়ে, কাল তারা মিলে যেতে পারে সামান্য সাম্প্রদায়িক উদ্ভ্রান্নি, বিবাদে। ’৯২-এ মন্দির-মসজিদ বিবাদে দ্বিধাবিভক্ত কলকাতায়, দেশের অনত্রও রাজনৈতিক দলের অফিস দিনের পর দিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কারণে। ধর্ম-পরিচয়ে ভাগ হয়েছিল দলীয় ব্যাভাধারীরা। সেই বিবাদে ব্যবহৃত



অস্ত্রের অনেকটাই তার তিন বছর আগে কলকাতা পুরসভার ভোটে রিগিং-ছাপ্পার পথ প্রশস্ত করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা নতুন নয়। কোনও দল এই ব্যাপারে নিজেদের সাধু দাবি করতে পারবে না। বিজেপি সাংপ্রদায়িক বিভাজনের কারণে। ধর্ম-পরিচয়ে ভোটের ফলাফল সংক্রান্ত আলোচনায় বিরোধী দলের অনেক দলের মুখে এই কথাটাই ঘুরেফিরে শুনলাম, “যেখানে আমরা পাষ্টা মারতে পেরেছি, সেখানে

জিতেছি, কিংবা অল্প ব্যবধানে হেরেছি।” তারপরই আক্ষেপ করেছেন, “ওদের (তৃণমূলের) মতো গোলা-বারুদ আমরা কোথায় পাব। ওসবের জন্য কাঁচি কাঁচি টাকা লাগে।” পঞ্চায়েত ভোটে অস্ত্রের এই ঝলকানি দেখার পর শাসক-বিরোধী-সরকার-অইন-আদালত-সংবাদমাধ্যম-নাগরিক সমাজ, সকলের খোয়াল রাখা উচিত বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে ঘটে যাওয়া ধর্মীয় অনুযম্ভে হিংসার ঘটনাগুলির কথা। উলুবেড়িয়া, বসিরহাট, চন্দননগর, হাওড়া, ভাটপাড়া, আসানসোল-সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাতে মৌলবাদী শক্তির উদ্ভ্রান্নি, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, এসবই সত্যি। আরও বড় সত্যি এবং ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা হল রাজ্যে আলু-পটলের মতো অস্ত্রের জোগান। একটা সময় বিহারের মুঙ্গের থেকে গাড়ি বোঝাই অস্ত্র ঢুকত বাংলায়। মুঙ্গেরের গঙ্গাপাড়ের সেই অস্ত্র শিল্পে নিশ্চয়ই ভাটা চলছে। পড়শি রাজ্য থেকে পিস্তল, বন্দুক, স্টেনগান বাংলায় ঢুকছে বলে এখন আর স্তনি না। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়েও বস্তা বস্তা অস্ত্র আসছে এমন রিপোর্ট রাজ্য পুলিশ, বিএসএফের তরফে বিশেষ জার্না যায় না। আমরা সম্ভবত এই ব্যাপারে আর পর-নির্ভর নই। বগুড়াইয়ের ঘটনা, এখানে সেখানে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ-কাণ্ডের পর নানা ভাবে অস্ত্র তল্লাশির অভিযান হয়েছে। তাতে রাজ্যকে বেআইনি অস্ত্রশূন্য করা যায়নি। কে বলতে পারে কোনও ধর্মীয় বিবাদে সেগুলি মানুষ হাতে তুলে নেবে না? পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ এর জানুয়ারি থেকে ২০২২ এর জুন মাত্র ১৮ মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কমপক্ষে ৬৫টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ২০২১ সালে ৩০টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০২২ সালের প্রথম ছয় মাসে দায়ের হয়েছিল ৩৫টি মামলা। তথ্যের অধিকার আইনে পাওয়া এই তথ্যও পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

